দৈনিক ইত্তেফাক

277

তারিখ AUG 10 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ৩

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাস হাইস্কুলে কোচিং ব্যবসা

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাস হাইস্কুলটি সরকারী মঞ্জুরীপ্রাপ্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৩ সাল হইতে অত্র বিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষকের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি কোচিং সেন্টারে পরিণত হইয়াছে। কোচিং সেন্টারের প্রচার ও প্রসারের ফলে বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে স্বাভাবিক কার্যক্রম ও সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হইতেছে।

১০/৫/৯৯ইং তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত রাজশাহীতে কোচিং ব্যবসা জমজমাট শীর্ষক প্রতিবেদন হইতে জানা যায় যে, অত্র বিদ্যালয় হইতে এবারের এস,এসসি পরীক্ষায় মাত্র সতের জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ এখানে কোচিং ব্যবসা মুখ্য হইয়া ওঠায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত হওয়ায় এবং অত্র মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল স্কুল কমিটির সভাপতি হওয়ার সুবাদে প্রচার করা হয় যে, মেডিক্যাল কলেজের স্বনামধন্য শিক্ষক ও ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে ও পাঠদানে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা হইতেছে। ইহাতে অভিভাবকগণ বিভ্রান্ত হইয়া তাঁহাদের সন্তানদের অত্র 'কোচিং সেন্টারে' ভর্তি করাইয়া প্রতারণার শিকার হইয়া আসিতেছেন। বাস্তবে কোন ডাক্তার পাঠদানের সহিত জড়িত নন।

কোচিং সেন্টারের বিজ্ঞাপন ও প্রস্পেক্টাস্ '৯৯ হইতে জানা যায়, তৃতীয় শ্রেণীর ভর্তি কোচিং, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ক্লাস কোচিং এবং পঞ্চম শ্রেণীর বৃত্তি কোচিং-এর মাধ্যমে ছাত্রপ্রতি তিনশত পঞ্চাশ টাকা নেওয়া হইয়া থাকে। এই কোচিং-এর বিজ্ঞাপনও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে লক্ষ্য করা যায়। হাইস্কুলের এবং ইহার রঙ্গিন প্রচারপত্র শহরময় বিতরণ করা হইতেছে। প্রশ্ন হইতেছে, কোন সরকারী বা বেসরকারী মঞ্জুরীপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এইভাবে কোচিং ব্যবসা পরিচালনা করা আদৌ বৈধ কি-না? এমতাবস্থায় অত্র বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ আব্দুস সাত্তার,
রাণীবাজার,
ডাক-ঘোড়ামারা, জেলা-রাজশাহী।